মালাকরহীন কাননে নীলাঞ্জনা ডালিয়া - ৬

হিফজুর রহমান

[আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

অর্পিতার প্রশ্নের ব্যারাজ থেকে বাঁচার জন্যে স্টাডিতে বুদ্ধদেব গুহ'র সবিনয় নিবদন নিয়ে গড়িয়ে পড়লেও মাথায় কেন যেন আজ কবিতার পোকা ঢুকেছে। কবিতার পোকা পুরোপুরি মাথায় বাসা বাঁধার আগেই আপোষ করার প্রচেষ্টায়ই দেবাশীষ অর্পিতাকে বলে, 'আজ নাটক দেখতে যাবে না কি। আরণ্যকের নাটক আছে মহিলা সমিতিতে।

অর্পিতা ঝাঁঝালো স্বরে জবাব দেয়, 'শখ থাকলে তুমিই যাও। দরকার হলে তোমার ডালিয়াকে নিয়ে যেতে পারো।' এই হচ্ছে সমস্যা দেবাশীষের। অর্পিতা বড়ো কমন ফ্যালাসিতে চলে যায়, বিশেষ করে ওর সাথে কোন মহিলার বা মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে।

হাল ছেড়ে দিয়ে আবার কবিতার মধ্যে বাসা বাঁধে ও। কবি আবুল হাসান দেবাশীষের একজন প্রিয় কবি। তার একটা কবিতা মনে পড়ে গেল,

ঝিনুক নিরবে সহো
ঝিনুক নিরবে সহে যাও
ভেতরে বিষের বালি
তবু মুখ বুঁজে মুক্তো ফলাও।

এর পরপরই মনে পড়লো হিফজুর রহমান-এর একটা কবিতা, কবে যেন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলঃ

বড়ো অদ্ভুত এই বেঁচে থাকা
ধুঁকতে ধুঁকতে কোন রকমে প্রাণটা টিকিয়ে রাখা
পোড়া কাঠের মতো দেহ বয়ে নিয়ে চলা
আর মনে মনে শুধু মৃত্যুর কথা বলা।

নাঃ আজ কবিতার ভূতই সওয়ার হয়েছে ওর ওপর। মনটা খারাপ থাকলে প্রায়শঃই এরকম হয়। ফিরাক গোরাখপুরীর একটা শায়ের মনে পড়ে গেল এরই সুবাদেঃ

গোস্তাখী হাম করেঙ্গে সিরফ একহি বার
যব সব চলেঙ্গে পায়দলপে
আওর হাম কান্ধেপে সওয়ার।

এর বাংলা অর্থ এমন হতে পারে, অপরাধ করবো আমি একইবার/যখন সবাই চলবে পাঁয়ে হেঁটে/ আর আমি সবার কাঁধে সওয়ার।

অনেক ফাঁকা ভেতরটা হঠাৎ করেই যেন পরিপূর্ণ হতে লেগেছে। অ্যাতোদিন যেন জীবনটা কেবলই ছিল প্রয়োজনের আর প্রয়োজন মেটাবার। কিন্তু ডালিয়ার সাথে পরিচয় হবার পর থেকে জীবনটার মানে যেন অন্যরকম হতে শুরু করেছে। কয়েকটা সপ্তাহ মাত্র হয়েছে ওদের সম্পর্ক। এখন প্রতিটা শনিবার বিকেল অন্যরকম অর্থ নিয়ে আসে। দেবাশীষেরতো একেবারেই ছুটি শনিবারে। ডালিয়ার আধাবেলা। বিকেলটায় একটা রুটিন দাঁড়িয়ে গেছে।

কোনই বিশেষ অর্থ নেই, সম্পর্কও নেই তেমন। নিরেট বন্ধুত্ব নিয়ে কিছুটা সময় কাটায় ওরা। কখনো সন্তানদের নিয়ে কথা বলে। কখনো গান। ডালিয়ার স্বামী ধর্মীয়ভাবে কিছুটা অন্ধ। একমাত্র ছেলেকে দিয়ে রেখেছে উত্তরার রেসিডেন্সিয়াল একটা মাদ্রাসা-কাম-স্কুলে। যদিও বড়ো মেয়ে পড়ে একটা চার্চ স্কুলে। ছেলের পড়া নিয়ে ওদের দু'জনের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াইও আছে। কিন্তু, ওদের সংসারে ডালিয়ার মতামতের দাম যে খুব একটা বেশি নেই সেটা টুকরো টুকরো কথা থেকে বোঝা যায়। একটা কথা অবাক করে দু'জনকেই। তিন তারকা হোটেলের শীর্ষস্থানীয় একজন কর্মকর্তা হয়েও মধ্যযুগীয় চিন্তা হাফিজের মাথায় আসে কি করে? ধর্ম জানার জন্যে মাদ্রাসা বা ওইরকম কোন বিদ্যালয়ে পড়তে হবে এই ধারণাটা আশ্চর্যজনকই মনে হয়। হাফিজ আবার বাসায় গান শোনা পছন্দ করেনা। ওর ধারণা গান বাজালে সংসারে অপকার ছাড়া আর কিছুই আসতে পারেনা। সব মিলিয়ে দেবাশীষ আর ডালিয়ার দুজনের মধ্যেই অপূর্ণতা আছে অনেক। কিন্তু, আজকাল শনিবারের বিকেল যেন দুজনের জন্যেই একরকমের পূর্ণতা নিয়ে আসে। দেবাশীষ ওর ব্যাক্তিগত গাড়িটা নিয়ে বিকেলে তিনটের দিকে চলে আসে ডালিয়ার অফিসের কাছাকাছি। ওইদিন আর ড্রাইভার রাখেনা ও।

অ্যাতোদিনে ওরা আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে। ডালিয়া ওর গাড়িটাতে বসেই প্রথমেই গাড়ির সিডি প্লেযারটা চালিয়ে দেয়। মাঝেমধ্যে ওর নিজের পছন্দের কোন সিডিও নিয়ে আসে ও। বলে,'এইটুকুইতো সময় পাই নিজর পছন্দমতো গান শুনতে। তাই আমি যা শুনতে চাইবো, তাই আমাদের দুজনকেই শুনতে হবে।' অনেকটা দাবি নিয়েই কথাগুলো বলে ও। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওদের দুজনের গানের পছন্দ মিলেই যায়।

এই শুক্রবারে অর্পিতার সাথে ঝাঁঝালো দিন শুরু হবার পর থেকেই দেবাশীষ অপেক্ষা করে আছে কালকের শনিবারের জন্যে। ঘুমের মধ্যে কথা বলে দেবাশীষ। অনেকটা সারাদিনের কথাগুলো বা চিন্তাগুলো ঘুমের মধ্যে বাজতে থাকে। কাল রাতেও বোধহয় কোন না কোন ভাবে ডালিয়ার নামটা এসেই গিয়েছিল। সেটাকেই দেবাশীষের একটা সম্পর্ক অবধারিত হিসেবে ধরে নিয়েছিল অর্পিতা। এরকমটা প্রায়ই হয়। বিদেশী সংস্থায় চাকুরী করার কারণে ওর বাইরের ভূবনটা একটু অন্যরকম। কোন মহিলার সাথে সম্পর্কটা একেবারেই নিরেট কাজের সম্পর্ক বা কখনো কখনো শুধুই বন্ধুত্বের সম্পর্ক হতে পারে একথাটা অর্পিতাকে বোঝানো যাবেনা কিছুতেই। তার ধারণা কোন পুরুষ ও মহিলার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কতো হতেই পারেনা। তার ধারণা নারী ও পুরুষের সম্পর্ক একেবারে আদিম সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই হয়না। এই নিয়েই ওদের খিটিমিটি চিরটা কাল।

পরদিন শনিবার। সকালেই দেবাশীষ বেরিয়ে যায় পুরনো কিছু বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা করতে এবং আড্ডা মারতে। এটাই ওর জীবনে এখন অন্যতম একটা বিলাস। তারপর দুপুরে যথাসময়ে ফিরে আসে বাসায়। এই শুক্র আর শনিবার পুত্র অর্ক এবং অর্পিতার সাথেও একসাথে খাবার নিয়মটা বেঁধে রেখেছে ও। শনিবার একেবারে নিরামিষভোজী ওরা। সারা সপ্তাহ রীচ ফুড খেতে খেতে এই একটা দিনের নিরামিষ খাদ্য ওদের কাছে অমৃতের মতো মনে হয়। এমনিতে যতোই ঝাঁঝালো হোকনা কেন অর্পিতা, এই নিরামিষ রান্নায় ওর কোন ক্লান্তি নেই, কোন আপত্তিও নেই। জম্পেশ খাবার পর দেবাশীষ একটু বিশ্রাম নেয়ার পরই বেরিয়ে যায় বাসা থেকে।

রোজকার মতো কাকরাইলের মোড়ে ডালিয়া ওর গাড়িতে উঠেই সিডি প্লোয়ারটা চালিয়ে দেয়। আজ দুজনের পছন্দের গানগুলো আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল দেবাশীষ ওর সিডি চেঞ্জারে। সিডি চালু করতেই শ্রীকান্ত আচার্যের মধুর অথচ গম্ভীর কণ্ঠে বেজে উঠলো,'যেন কিছু মনে কোরোনা/কেউ যদি কিছু বলে/কতো কি যে সয়ে যেতে হয়/ভালোবাসা হলে.....'

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]

(চলবে)